ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার গঠন দিবস আজ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার গঠন দিবস আজ ১০ এপ্রিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এ দিনে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। এদিনই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় এবং নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে এই বিপ্লবী সরকার। এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এরপর একই বছরের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়।

এদিন পাকিস্তানের নির্বাচিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি গোপন স্থানে মিলিত হয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম পরে তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন।

মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা হলেন, খন্দকার মোশতাক আহমদ (পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ), এম মনসুর আলী (অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প) এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি)।

১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পরে ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাজউদ্দিন আহমদ একটি বেতার ভাষণ দেন। এতে তিনি দেশব্যাপী পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এ ছাড়া ১৭ এপ্রিল মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়। মেহেরপুরের সীমান্তবর্তীর গ্রাম বৈদ্যনাথ তলায় হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

শপথের পরেই তাজউদ্দিন আহমদ এ স্থানের নাম দেন মুজিবনগর।

পরবর্তী সময়ে প্রবাসী সরকার মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এদিকে ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নিলেও ১৮ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের প্রথম সভায় মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করা হয়।

মুজিবনগর সরকারের সফল নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

মেহেরপুরে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

“দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তারিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামসহ ফায়ার সার্ভিসের সদস্য এবং বিভিন্ন

শ্রেণি-পেশার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

মহড়ায় অগ্নিসংযোগ কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, অগ্নিদগ্ধ এলাকা থেকে কীভাবে মানুষকে উদ্ধার করতে হয় এবং ভূমিকম্প হলে মানুষের করণীয় বিষয়গুলো প্রদর্শন করা হয়।

ঝিনাইদহে ভিডিপি দিবস পালন

‘সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার ‘ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) দিবস পালিত হয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে জেলা আনসার ভিডিপি অফিস প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উব্দোধন করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য রালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জেলা কমান্ড্যান্ট মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আমিন উদ্দিন, শৈলকুপা উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আব্দুল জলিল, মহেশপুরের সহিদুল ইসলাম, হরিণাকুন্ডুর হাসিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নির্বাচন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভিডিপির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

দামুড়হুদায় দায়সারাভাবে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন

দামুড়হুদায় দায়সারাভাবে জাতীয় সমাজ সেবা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দায়সারাভাবে র্যালী ও আলোচনা সভা করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন, সমাজসেবা কার্যালয় ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে চার কর্মকর্তা সহ গুটি কয়েকজনকে নিয়ে র্যালী শেষে উপজেলা

পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো উবায়দুর রহমান সাহেল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান, মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আলোচনা সভা

“তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের একত্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে শহীদ আলাউল ইসলাম অ্যাসোসিয়েশন হলে এই সভা হয়।

এ আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী চুয়াডাঙ্গা, জেলা শিল্পী কল্যাণ পরিষদ চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পর্ষদ, প্রগতি লেখক সংঘ চুয়াডাঙ্গা এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র- চর্চায়ন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিরন-উর-রশিদ শান্ত ও চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পরিষদের পরিচালক মনোয়ারা খুশি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও দর্শনা সরকারি কলেজ সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.মুন্সী আবু সাইফ, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি নজির

আহমেদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাজল মাহমুদ, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র-চর্চায়নের কার্যকরী পরিচালক পিন্টু রহমান, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি হাবিবি জহির রায়হান প্রমুখ।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মোঃ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোঃ নাসীর উদ্দিনকে কলেজ থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে আজও ওই তিনজন শিক্ষক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের স্মরণে আজ শনিবার দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান এবং গীতা পাঠ করেন অন্তর। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে পরাজিত শত্রুরা এ দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের সূর্যসন্তানদের বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষককেও কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা

পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, বিএনপি সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকন, দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমির সাইকুল ইসলাম অপু এবং বিএনপির অন্যতম নেতা খন্দকার আব্দুল মুন্নাফ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, ছাত্রশিবিরের সভাপতি হামজা ফরাজি, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুকুল হোসেন।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি, অদম্য নারীদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় “নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে প্রথমে পরিষদ চত্বর থেকে র্যালি বের হয়। পরবর্তীতে পরিষদের সভাকক্ষে অদম্য নারীদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কেএইচ তাসফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপী, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, সমাজসেবা

কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হক, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার আব্দুল মান্নান, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুধী সমাজের ব্যক্তিবর্গ, রোভার স্কাউটের সদস্য এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

আলোচনা সভা শেষে অদম্য নারী পুরস্কার কার্যক্রমের আওতায় অর্থনৈতিকভাবে সফলতা অর্জন, সফল জননী, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন, নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবন সংগ্রামে জয়ী নারী এবং সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখা এই ৫টি ক্যাটাগরিতে উপজেলার ৫ জন গর্বিত নারীকে ফুলের শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা ও পুরস্কৃত করা হয়।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বো আগামীর শুদ্ধতা” এবং “রুখতে দুর্নীতি, গড়বো দেশ হবে সোনার বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ২০২৫ পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রোভার স্কাউট, এনজিওর সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ব্যানারসহ একটি র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে মিলিত হয়। এরপর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ডা. আলহাজ্ব লিয়াকত

আলীর সভাপতিত্বে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সহকারী অধ্যাপক একে এম ফারুকের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী অফিসার আশীষ কুমার বসু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, দুর্নীতি শুধু দেশ ও মানুষের ক্ষতি করে না, যে ব্যক্তি দুর্নীতি করে সেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু সরকারি কর্মকর্তা নয়, বর্তমানে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলেও সেটি দুর্নীতির মধ্যে পড়ে। তিনি আরও বলেন, শুধু আইনের ভয়ে নয়, নৈতিকতার জায়গা থেকেও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উদয় রহমান, ওসি তদন্ত আসগার আলী, হারদী এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক একে এম ফারুক, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মামুন হোসেন, আইসিটি কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক ড. মাহবুবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ইলিয়াস হোসেন, পল্লী উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন, এরশাদপুর একাডেমির প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামিম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রশান্ত কুমার দে, আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আসাদুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম, রোভার স্কাউটসের সদস্য এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে “অদম্য নারী পুরস্কার” শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় আলমডাঙ্গায় অদম্য নারীদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি” এই প্রতিপাদ্যে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব পান্না আকতারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু, সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার হিরোজ কবির, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার সেলিম রেজার উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, নারী উদ্যোক্তা হেলেন আক্তার কামনা, নার্গিস খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস, হোসনেয়ারা গোলাপি, বন্দনা দত্ত প্রমুখ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫ নারীকে জয়ীতা সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী: বন্দনা দত্ত, সফল জননী: ফেরদৌসী খাতুন, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী: নার্গিস খাতুন, নির্যাতনের শিকার দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামী জয়ী নারী: হোসনেয়ারা, সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানকারী:

জান্নাতুল ফেরদৌস।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালন

“নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করি” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে আলোচনা সভা এবং অদম্য নারীদের পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজার সভাপতিত্বে এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নয়নতারা নিশাতের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার তদন্ত কর্মকর্তা গৌতম কুমার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর বাকের আলী এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স।

আলোচনা সভা শেষে সমাজে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ‘অদম্য নারী’ ক্যাটাগরিতে ৫ জন নারীকে সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত অদম্য নারীরা হচ্ছেন অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের গাবু মন্ডল ও পাউমিলা মন্ডলের মেয়ে সন্ধ্যা মন্ডল। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনকারী নারী: উপজেলার মোনাখালী

গ্রামের রেজাউল মির ও ফুলমালা খাতুনের মেয়ে ঈশিতা পারভীন রিক্তা। সফল জননী নারী: উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের আলিমুদ্দিন মন্ডল ও জোবেদা খাতুনের মেয়ে রোকেয়া খাতুন। নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বুধন মন্ডল ও লক্ষ্মী মন্ডলের মেয়ে ভেরুনিকা মন্ডল।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানকারী নারী: উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের লিয়াকত আলী খান ও সনাতন বিবির মেয়ে রেহেনা খাতুন।
অদম্য নারীদের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক এবং পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।